প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক কর্মশালায় প্রতিনিধিগণ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে চাই বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে গণসাক্ষরতা অভিযান ২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে বিআইডিএস মিলনায়তনে 'প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ' বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। ডিএফআইডি-এর সহায়তায় আয়োজিত এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আলমগীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন-১) মোঃ ফাইজুল কবির। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী। মূল আলোচনাপত্র উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ। কর্মশালায় আরও অংশগ্রহণ করেন গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক নির্বাচিত ৩২টি ইউনিয়নের বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি প্রমুখ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আলমগীর প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিল জনগণ। সরকার শুধু এর দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ও এর মান উন্নয়ন উভয়ই সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। জনগণের বিদ্যালয় জনগণের কাছেই ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সরকারের সকল অংশীজন নীতিগতভাবে একমত হয়েছেন এবং আগামী প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি) ৪-এর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন হবে বলে আমি আশা করছি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন-১) মোঃ ফাইজুল কবির বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকের আন্তরিকতা যেমন অত্যন্ত জরুরি, পাশাপাশি জনঅংশগ্রহণের বিকল্প নেই। শিক্ষকরা মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য অনেক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ সকল প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করেন না। তাই জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব বিষয় নিশ্চিত করা যেতে পারে। আর বিকেন্দ্রীকরণ অনেক বড় বিষয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার, এজন্য আরো আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর মাধ্যমে খুব সহজেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র পাল্টে দেওয়া সম্ভব। নিকট অতীতেই প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বিষয়টি ছিল উপেক্ষিত। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়টি খুব জোরের সাথেই আলোচিত হচ্ছে- এটি আশার বিষয়। এছাড়া আমি মনে করি, আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছি। এখন শুধু এটিকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আলমগীর

সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন-১) মোঃ ফাইজুল কবির

মূল আলোচনাপত্রে ড. মনজুর আহমদ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার অবস্থা এবং ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণের অঙ্গীকারসমূহ তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে জনঅংশগ্রহণ ও বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি জাতীয় বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশের ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তেমনি বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন নামে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করছে। এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সংস্থার কর্ম-অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় দিক ও চ্যালেঞ্জসমূহ জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপন করা এবং পিইডিপি-৪ প্রণয়নের প্রাক্কালে প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক কিছু সুপারিশ তুলে ধরাই এ কর্মশালার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কর্মশালায় বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিরা প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ ও বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে নিজ নিজ কর্ম-অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় দিক ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। এ বিষয়ে এডিডি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর শফিকুল ইসলাম শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক কর্ম অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, জনঅংশগ্রহণের ক্ষেত্রসমূহ, কমিটির অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় পিইডিপি ৪-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো :

- এসএমসি, পিটিএ-এর মতো অন্য একটি কমিটি গঠন ও বিদ্যমান কমিটিগুলোকে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা;
- জনঅংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন বেসরকারি সংস্থাকে পিইডিপি-৩ পরবর্তী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা;
- কমিউনিটি, অভিভাবক, এসএমসি'র সদস্য ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;
- শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন, বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য কমপ্লেইন বক্সের ব্যবস্থা করা;
- আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে জনগণকে সম্পৃক্ত করা;
- বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যকার বৈষম্য দূর করা;
- শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের মনোভাব থাকা;
- বিদ্যালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের আরো সক্রিয় করে তোলা;
- প্রতিটি উপজেলায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ আছে সেই অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- টেকসই জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে লক্ষ রাখা;
- প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে কোয়ালিশন গঠন করা;
- প্রতিটি ইউনিয়নে এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়ে একটি ওয়াচ কমিটি গঠন করা।

মোঃ মেহেদী হাসান

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫ অবহিতকরণ সভা

'সহস্রাব্দ উন্নয়ন থেকে টেকসই ভবিষ্যৎ: প্রয়োজন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির গতিবৃদ্ধি'

গণসাক্ষরতা অভিযান এবং দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও সাদ বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে ১৪ মার্চ ও ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে যথাক্রমে শেরপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলায় এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫-এর 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন থেকে টেকসই ভবিষ্যৎ: প্রয়োজন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির গতিবৃদ্ধি' শীর্ষক গবেষণার প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুরে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ডা. এ. এম. পারভেজ রহিম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) অঞ্জন চন্দ্র পাল, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এ. আর. এম. ওয়াহেদুজ্জামান, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ সৈয়দ উদ্দিন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ফজলুল হক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক সৈয়দ মোক্তার হোসেন, জমশেদ আলী মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ শহিদুল ইসলাম রেজা। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. সুধাময় দাস, ডীন, কলা অনুষদ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর।

কিশোরগঞ্জে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভৈরব উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা দিলরুবা আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভৈরব পৌরসভার মেয়র এডভোকেট ফখরুল আলম আক্কাছ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আছমা আহমেদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) চিত্রা শিকারী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ সোহাগ হোসেন, সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল বাসেত, সাদ বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ড. আজিজুল হক স্বপন প্রমুখ। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক। এছাড়া শিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মিডিয়া এবং অভিযান-এর সদস্য সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভা দুটিতে গৃহীত সুপারিশসমূহ:

- অল্প বয়সে শিক্ষার্থীদের ওপর অধিক চাপ সৃষ্টি হয় বিধায় পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করা।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পরে তা কর্মক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ হয়েছে তা ফলোআপ করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- শিশু নির্যাতন বন্ধ এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০ নির্ধারণ করা।
- মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া।
- শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ কমানো।
- এসএমসি'কে সক্রিয় করা।
- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা।

উম্মে সায়কা

বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

শরাফপুর ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া, খুলনা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় (৩২টি ইউনিয়নে) বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে শরাফপুর ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	৭৯৫	৮৩১	১,৬২৬	৪৮.৮৯
৬ – ১২ বছর	১,০৮৬	১,০৭৮	২,১৬৪	৫০.১৮
১৩ থেকে ১৮ বছর	৯১৪	১,০৫৫	১,৯৬৯	৪৬.৪২
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৩,৯৭৯	৩,৮৫৫	৭,৮৩৪	৫০.৭৯
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,০৭০	১,১৯৭	২,২৬৭	৪৭.২০
৬০+ বছর	৬০৪	৬৯৬	১,৩০০	৪৬.৪৬
মোট:	৮,৭১২	৮,৪৪৮	১৭,১৬০	১০০

তথ্যসূত্র : শরাফপুর ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শরাফপুর ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৪,৫৮৩টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৪,১২২টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৭,১৬০ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ১৬,১০১ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৩.৭৪ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৩.৯০ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৩,৯৮৬ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ১,৮৬৪ জন এবং ছেলে ২,১২২ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ২,১৬৪ (মেয়ে ১,০৮৬ ও ছেলে ১,০৭৮) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ২,০৮৫ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ১,০৪৯ জন এবং ১,০৩৬ জন ছেলে।

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শরাফপুর ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ১১৮ জন। অনার্স পাস করেছেন ৮৬ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ১৮৩ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৬০৫ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,০৯৪ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৪৮১ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,১৪৮ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৯২১ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ২,২১৬ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,০৩৬	১,০৪৯	২,০৮৫	৯৬.৩৫
বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু	৪২	৩৭	৭৯	৩.৬৫
মোট:	১,০৭৮	১,০৮৬	২,১৬৪	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৭৯৬	৯১১	১,৬০৭	৯৭.০৪
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,১৩০	১,১২২	২,২৫২	৯৬.১২
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৯৪	৭৩	১৬৭	২৩.৫৫

তথ্যসূত্র : শরাফপুর ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শরাফপুর ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৭৯ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪ জন রয়েছে ৯ নং ওয়ার্ডে, ৩ নং ওয়ার্ডে ১৩ জন এবং ৫ নং ওয়ার্ডে ১১ জন।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ২৭ (মেয়ে ১১, ছেলে ১৬) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ১৩ (মেয়ে ৫, ছেলে ৮) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৪৮.১৫ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (১০০ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৬৫.৭ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ২৫.৬ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৫.৩ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ৩.৪ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

শরাফপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৪২৫ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ১৯৭ জন এবং ছেলে ২২৮ জন। প্রথম শ্রেণিতে ছেলের সংখ্যা বেশি থাকলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা বেশি, যথাক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৪৮ (মেয়ে ২৩৭, ছেলে ২১১) জন ও তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৫৯ জন (মেয়ে ১৮৮, ছেলে ১৭১)। চতুর্থ শ্রেণিতে মোট ৩৮২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯৫ জন ছেলের বিপরীতে ১৮৭ জন মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে প্রায় সমান সমান মোট ২৪৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২১ জন ছেলের বিপরীতে ১২৭ জন মেয়ে।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

শরাফপুর ইউনিয়নের ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৪০ শতাংশ। ১১টি আধাপাকা (৩৬.৭ শতাংশ) এবং ৭টি কাঁচা (২৩.৩ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৭টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ২৩.৭ শতাংশ। ১৫টি (৫০ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ভালো অবস্থায় নেই ৮টি (২৬.৭ শতাংশ) বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

শরাফপুর ইউনিয়নের ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৯	৩০	ব্যবহার উপযোগী	১০	৩৩.৩
উভয়েই ব্যবহার করে	১২	৪০	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	৯	৩০
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপোযোগী	২	৬.৭
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৯	৩০	টয়লেট নেই	৯	৩০
মোট	৩০	১০০	মোট	৩০	১০০

তথ্যসূত্র: শরাফপুর ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

(এরপর ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মেহেরপুরের সাহেবপুরে অভিভাবক সভা: প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি মোঃ রায়হানের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সাজেদুল ইসলাম। ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে আরো বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আজিমুদ্দিন, মীর ফারুক হোসেন ও শিক্ষিকা সেলিনা পারভীন। বক্তারা বলেন, অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি, সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলসহ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এ ধরনের সমাবেশ অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

আমঝুপির দফরপুরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন আহাম্মদের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আব্দুর রকিব। বক্তব্য রাখেন দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাদ আহাম্মদ। অনুষ্ঠানে এলাকার ২০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুদেরও সকল শিশুর সঙ্গে একীভূত করে লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে আয়োজিত কর্মশালায় সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা

বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা ২২ মার্চ ২০১৬ তারিখে দারিয়াপুর গাওছিয়া দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। দারিয়াপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ওয়াজেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান আলোচক ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস. এম. আবুল ফজল। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের সভাপতি হাজী আব্দুর রশিদ, পুরন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিনা খাতুন, দারিয়াপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফতাব উদ্দিন। কর্মশালায় স্লিপ (SLIP) কমিটির দায়-দায়িত্ব, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রমসহ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দারিয়াপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্যরা আলোচনায় অংশ নেন।

মেহেরপুরের চকশ্যামনগরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আমদহ, চকশ্যামনগর, রাইপুর, ইসলামপুর, আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ হালিমা খাতুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মখলেছুর রহমান, মীর ফারুখ হোসেন, এসএমসি'র সভাপতি মোঃ আব্দুল বারেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলাকার ২০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়। বক্তারা বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুরা আমাদেরই সন্তান। লোকলজ্জার ভয়ে ওদের আড়াল করে না রেখে স্কুলে পাঠান। দেখবেন ওরাও লেখাপড়া শিখে একদিন অনেক বড় হবে।

সাদ আহাম্মদ

শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনতার সংলাপে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের দাবি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর যৌথ উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে জামালপুর পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের দাবিতে শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনতার সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জামালপুরের জেলা প্রশাসক শাহাবুদ্দিন খান। প্যানেল আলোচক ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল আলিম এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ লুৎফর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুহাম্মদ নাজমুল হক, অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাজ্জাদ আনসারী। এছাড়াও সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, এনজিও কর্মী ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ প্রায় ১৩০ জন প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে সকলেই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান। জেলা প্রশাসক শাহাবুদ্দিন খান বলেন, আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধী না বলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলব। কারণ, প্রতিবন্ধী বললে তাদের মনে এক ধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করে। এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি শতভাগ মানুষের শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই তাহলে অবশ্যই এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এদের স্কুলের বাইরে না রেখে সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গে একত্রে লেখাপড়া করাতে হবে। তাহলে একদিন আমরা শতভাগ মানুষের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারব।

কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভায় সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতার আশ্বাস

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নে আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ১২ মার্চ ২০১৬ তারিখে পশ্চিম দিলালেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেলান্দহ উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা জুয়েল আশরাফ, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জুলফিকার আলী। গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও কাজী আশিক এলাহী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফুলকোচা ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু। আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়াচ কমিটির সদস্য মোঃ আবুল হোসেন, এসএমসি সভাপতি সুজাউদ্দৌলা ও সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও সভায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকসহ প্রায় একশ' জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১০ মার্চ ২০১৬ তারিখে অত্র বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় অভিভাবকদের নিয়ে তিনটি এফজিডি এবং শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যদের নিয়ে একটি এফজিডি পরিচালনা করা হয়। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়। উক্ত কার্যক্রম শেষে অভিভাবক, শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যরা বিদ্যালয়ের যে দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেছেন তা আগামী ছয় মাসের মধ্যে উন্নয়নের অঙ্গীকার করেন এবং এ বিদ্যালয়টিকে মডেল রূপে গড়ে তোলার জন্য সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে এসএমসি'র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে এপ্রিল মাসে মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের বাগবাড়ি, ফুলকোচা, ঘোষেরপাড়া, কুকুরমারী, নতুন জোড়খালী ও রায়েরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে এসএমসি'র সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ওয়াচ কমিটির সদস্যসহ ১০৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ৪৮ জন ছিলেন নারী। সভায় এসএমসি সদস্যরা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকেও বিদ্যালয়ের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিদ্যালয়কে মডেল রূপে গড়ে তুলতে হলে ঝরে পড়া রোধ করতে হবে, শিক্ষার্থীদের আন্তরিকভাবে শিক্ষাদান করতে হবে, অভিভাবকদের নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার খোঁজখবর নিতে হবে। এসএমসি সদস্যরা সবাইকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এসব সভা আয়োজনের ফলে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, এসএমসি কর্তৃক নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করা হয়েছে। সভাগুলোতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের বাগান সংস্কার, দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত সময় পাঠদান এবং শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে বসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আবদুল হাই

সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কর্মশালায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ১ মার্চ ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: শাহাদত হোসেন মন্ডলের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাঘাটা উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল গোফফার। গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক, আশিক ইকবাল, মো: আবদুর রউফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিনগর ইউনিয়নের সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভায় স্লিপ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি কীভাবে স্লিপ কমিটিকে সহযোগিতা করবে সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়। আলোচকরা বলেন, স্লিপের টাকা যথাযথভাবে ব্যয় করা গেলে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর অনেক উন্নয়ন ঘটবে। ফলে সমাজের

সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকলেই উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। এজন্য সুশীল সমাজ, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি এবং সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সদিচ্ছার মাধ্যমেই একটি বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

ফুলছড়ি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা সভা ২ মার্চ ২০১৬ তারিখে টেংরাকান্দি এম. এ. সবুর দাখিল মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মো: আবু বক্কর সিদ্দিক। প্রধান অতিথি ছিলেন ফুলছড়ি উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো: শহিদুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন ফুলছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এম. এ. সবুর সরকার, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আব্দুর রহিম প্রামানিক, ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি মো: আব্দুর রহমান এবং ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আনছারুজ্জামান। ২০১৬ সালের পরিকল্পনা পাঠ করেন পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মো: আবু বক্কর সিদ্দিক। সভায় পর্যালোচনা শেষে বার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো: শহিদুল

ইসলাম বলেন, দেশের নাগরিক হিসেবে শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের প্রত্যেকের কিছু কাজ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি যত প্রতিষ্ঠান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে তাদের সহযোগিতা করতে হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ধনারুহা উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে এ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: শাহদাত হোসেন মন্ডল, এ সংস্থার সকল কর্মী, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, অভিভাবক ও সর্বস্তরের জনসাধারণ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহীদদের স্মরণে ধনারুহা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

মো: শাহ আলম

ভোলার ভেদুরিয়া ও চরসামাইয়ায় প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ও চরসামাইয়া ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে চরসামাইয়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ কামরুজ্জামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন টকবি চরছিপলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ কলিমুল্লাহ মিয়া, ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আবুল বাশার, সদস্য মোঃ আবদুল লতিফ, মোঃ শামছুদ্দিন প্রমুখ। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন পূর্ব বড় চরসামাইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্য বিবি ফরিদা, শান্তিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্য তাহমিনা বেগম, সাহেবের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিটিএ সদস্য নাসিমা বেগম, খেয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক মোঃ দুলাল। এ সভায় ৩৭ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে,১৬ মার্চ ভেদুরিয়া ইউনিয়নে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াচ কমিটির সভাপতি অলিউল্লাহ মাস্টারের সভাপতিত্বে এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়ালী উল ইসলাম। সভায় প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি-পিটিএ ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে ২৫ জন পুরুষ ও ২৬ জন নারী প্রতিনিধি অংশ নেন।

সভায় আলোচকরা বলেন, বিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের সম-অধিকার বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আসনবিন্যাসসহ সকল ধরনের শিক্ষণ-শিখন ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে ছেলে-মেয়ের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য শিক্ষকরা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। সমাজের সকলের মধ্যে সম-অধিকার বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেলে দেশ থেকে বৈষম্য দূর হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য হ্রাসসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে হবে।

ভোলা সদর ও লালমোহনে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রমে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ও ভেদুরিয়া ইউনিয়নে, লালমোহন উপজেলার ধলিগৌরনগর ইউনিয়নে এবং তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে চরসামাইয়ার টকবি চরছিপলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ. বি. এম. খলিলুর রহমান। এসএমসি সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ কলিমুল্লাহ মিয়ার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ছিদ্দিক। এ অনুষ্ঠানে ১১ জন নারী ও ২৭ জন পুরুষ প্রতিনিধি অংশ নেন। ওয়াচ কমিটির সভাপতি অলিউল্লাহ মাস্টারের সভাপতিত্বে ২৮ মার্চ ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অলিউল ইসলাম। এ অনুষ্ঠানে ৯ জন নারী ও ৩০ জন পুরুষ প্রতিনিধি অংশ নেন।

একইভাবে,লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়ন ও চাঁচড়া ইউনিয়নে আলাদাভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ মার্চ ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ জিয়াউল হক মাস্টার। কর্মশালায় ২ জন ইউপি সদস্যসহ ২৩ জন নারী ও ২৬ জন পুরুষ প্রতিনিধি অংশ নেন। ৩১ মার্চ চাঁচড়া ইউনিয়ন

পরিষদ হল রুমে ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ সামছুল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মোস্তফা কামাল। এ কর্মশালায় ১৭ জন নারী ও ২৩ জন পুরুষ প্রতিনিধি অংশ নেন।

এসব কর্মশালায় আলোচক ও অংশগ্রহণকারীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্যরাও যথাযথ ভূমিকা পালনের শপথ গ্রহণ করেন। বক্তারা মনে করেন, এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, শতভাগ ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ সম্ভব হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

হারুন উর রশীদ

নেত্রকোনায় সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় স্লিপ (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার আহ্বান

প্রাথমিক শিক্ষায় অংশীজনদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ১৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে নেত্রকোনার আগিয়া ইউনিয়নে একটি ও বিরিশিরি ইউনিয়নে একটি এবং ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে হোগলা ইউনিয়নে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিয়নের স্লিপ কার্যক্রম আছে এমন স্কুলসমূহের মধ্য থেকে নির্বাচিত ৫টি বিদ্যালয়ের সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি এডুশেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি রেজাউল আলম কমলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আগিয়া ইউনিয়নের কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্বধলা উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ আবু রায়হান খান। বিরিশিরি সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রুহু। সভাপতিত্ব করেন বিরিশিরি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আ. ক. ম. গিয়াস উদ্দিন। হোগলা সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন। এতে রিসোর্স পার্সন ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ জালাল উদ্দিন। ৩টি কর্মশালায় সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্য, কমিউনিটি

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ১১০ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিলেন ৩৫ জন নারী। আলোচকরা বলেন, আমাদের সকলের উচিত সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা। ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটিকে আরো সক্রিয় ও জোরদার করতে হবে। তারা স্লিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এ কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির প্রতি আহ্বান জানান।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় বার্ষিক পর্যালোচনা ও প্রতিফলন সভায় আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ২০১৫ সালে সম্পাদিত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রতিফলন সভা ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখে নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নে এবং ২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি সভায় অতিথি ছিলেন যথাক্রমে দুর্গাপুর ইউপি চেয়ারম্যান শাহীনুর আলম সাজু, আদিবাসী নেতা স্বপন হাজং এবং আগিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন চৌধুরী। এছাড়াও শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, ইউপি সদস্য, ধর্মীয় নেতা, অভিভাবক, এনজিও কর্মী, মিডিয়া প্রতিনিধি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক বিগত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বিষয়ের উপর সকলের মতামত ও দিকনির্দেশনা গ্রহণপূর্বক আগামী

বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। আলোচকরা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হলে ঝরে পড়া রোধ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।

দুর্গাপুরে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক কার্যক্রমের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি

সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে নেত্রকোনার দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি স্কোর কার্ড হচ্ছে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণ কর্তৃক সেবার মান যাচাইয়ের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া যা মনিটরিং টুলস হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সভায় অতিথি ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিনয় চন্দ্র শর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, অভিভাবক, ইউপি ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য মিলে প্রায় শতাধিক নারী-পুরুষ। একটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন। সেজন্য ইন্টারফেস সভার পূর্বেই কমিউনিটিকে তিনটি ভাগে করে তিনটি গ্রুপ গঠন এবং শিক্ষক ও এসএমসিকে নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করা হয়। উক্ত ৪টি গ্রুপের এফজিডি শেষে একটি সম্মিলিত স্কোরে পৌঁছার লক্ষ্যে ইন্টারফেস সভাটি আয়োজন করা হয়। সভায় কমিউনিটির মতামতের ভিত্তিতে ১০টি সূচক নির্ধারণ করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে ঐ সূচকের সর্বোচ্চ স্কোর পর্যায়ে

পৌঁছার জন্য কমিউনিটি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এসএমসি মিলে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। ইন্টারফেস সভা শেষে ১০টি সূচকের মান উন্নয়নের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং দল গঠন করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম: সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের উন্নয়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিদ্যালয়ের চলমান সেবা ও সুবিধাসমূহের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা এবং মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া, গোপায়া, নিজামপুর ও লস্করপুর ইউনিয়নের লস্করপুর, মাহমুদপুর, গোপায়া ও সৈয়দাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইনপুট ট্র্যাকিং, এফজিডি ও ইন্টারফেস সভা– এই তিনটি ধাপে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়। ইনপুট ট্র্যাকিং-এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কী কী সেবা প্রদান করা হয় সে বিষয় উঠে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে ১০টি উন্নয়ন সূচক নির্ধারণ করে সেবাদাতা তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যরা এফজিডির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সূচকে ১-১০ এর মধ্যে নম্বর দেন। পাশাপাশি সেবাগ্রহীতা তথা অভিভাবকরাও সংশ্লিষ্ট সূচকে নম্বর দেন। সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার প্রদত্ত নম্বর নিয়ে ইন্টারফেস সভার মাধ্যমে একটি সমন্বিত নম্বর নির্ধারণ করা হয়। এই সভায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে মনিটরিং দল গঠন করা হয়, যারা নির্ধারিত সূচকে প্রাপ্ত নম্বর থেকে সর্বোচ্চ নম্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। ইন্টারফেস সভাগুলো পরিচালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিনিধি মো: মেহেদী হাসান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ আবদুর রউফ, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, হবিগঞ্জ। প্রতিটি ইন্টারফেস সভায় অভিভাবক, শিক্ষক, এসএমসি সকলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, আমরা সকলে মিলে সূচকে প্রাপ্ত নম্বর সর্বোচ্চ পর্যায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। উল্লেখ্য, কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রমটি ছয় মাস পর আবারো আয়োজিত হবে এবং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সূচকের পরিবর্তন বা অগ্রগতি মূল্যায়ন করে আবার নম্বর প্রদান করা হবে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়নে প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় নির্বাচিত ৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, এসএমসি, অভিভাবক কমিটি, ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণের পূর্বেই বিদ্যালয়ের স্লিপ কমিটি (SLIP), সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, এসএমসি, পিটিএ'র সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি আব্দুর রহিম চৌধুরী। এতে সামাজিক নিরীক্ষা, বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, কর্মশালা থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারলে অনিয়ম চিহ্নিত হবে, স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। আমরা এই কর্মশালা থেকে যা শিখলাম, অবশ্যই তা কাজে লাগাব। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি আব্দুর রহিম চৌধুরী বলেন, নিজামপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব হলে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। সরকারের লক্ষ্য হলো শিখবে প্রত্যেক শিশুই, যার জন্য সরকার শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখানেও সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। এ ব্যাপারে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও স্থানীয় কমিউনিটি খুব ভালোভাবে সহায়তা করতে পারে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান

কমিউনিটির উদ্যোগে চন্দন রবি দাস এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়

আমাদের সমাজের অনেক শ্রেণি-পেশার মানুষ এখনো শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিয়ালদাড়িয়া গ্রামে বাস করে কয়েকটি মুচি বা ঋষি পরিবার। তাদের মধ্যে একটি পরিবারের বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় ৯ বছরের একটি শিশু সব সময় বিদ্যালয়ের কাছাকাছি থাকত। তার মনে হয়ত আশা জাগত বিদ্যালয়ে পড়ার। কিন্তু ব্যবস্থা ছিল না। ছেলেটির নাম চন্দন রবি দাস। মায়ের নাম সিতিয়া রবি দাস, বাবা গোবিন্দ রবি দাস।

চন্দন রবি দাস

এ বিষয়টি নজরে আসে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সহযোগী সংস্থা এসেড-এর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের। তারা বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ঐ শিশুর পরিবার ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অবশেষে শিশুটিকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। এখন শিশুটি প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়। উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচর্যা পেলে হয়তো এই শিশুটিও একদিন হয়ে উঠবে আলোকিত মানুষ।

কাজল সমাদ্দার

সিরাজগঞ্জে মা সমাবেশে শিক্ষার উন্নয়নে অভিভাবকদের ঐকমত্য

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে সিরাজগঞ্জের পাঙ্গাসী, ঝাঐল, ধানগড়া ও ভদ্রঘাট ইউনিয়নে মার্চ মাসে পৃথকভাবে ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর মা, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি মায়েদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন বলে সকলে একমত পোষণ করেন।

বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় যথাযথ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ২১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ২৭ মার্চ মযগবেলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ২৮ মার্চ পাঙ্গাসী ইউনিয়নে পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ২৯ মার্চ আটগরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মশালায় সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সভাপতিসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন।

সিরাজগঞ্জে শিশুবরণ অনুষ্ঠান : শিশুদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ১৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে সিরাজগঞ্জের পাঙ্গাসী ইউনিয়নের বৈকণ্ঠপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ মার্চ ঝাঐল ইউনিয়নের পাইকশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ২০ মার্চ ধানগড়া ইউনিয়নের রায়গঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ২২ মার্চ ভদ্রঘাট ইউনিয়নের মধ্য ভদ্রঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথকভাবে চারটি শিশুবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশুবরণ অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এসব অনুষ্ঠানে ২০১৬ সালে শিশুশ্রেণিতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এ সময় বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে আসার প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এসব শিশু এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্যালয়ে আসে।

ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভায় শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ উত্তরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলায় ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাঐল ইউনিয়নে, ১৩ এপ্রিল পাঙ্গাসী ইউনিয়নে, ১২ এপ্রিল ভদ্রঘাট ও ধানগড়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পৃথক পৃথক দ্বি-মাসিক সভা নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, এনডিপি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন পাঠ করে সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এসব সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে মা সমাবেশ নিয়মিতকরণ প্রসঙ্গ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মা সমাবেশ নিয়মিতভাবে আয়োজনের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ উত্তরণ, দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিয়মিতকরণ, আগামী জানুয়ারি মাসে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়কে আদর্শরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করা হয়।

মোঃ শাহ আলম সরকার

মা সমাবেশের ফলে বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে এবং ১২, ১৩ ও ১৬ মার্চ আমিরপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি মা সমাবেশে প্রায় একশত মা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা ঝরে পড়া রোধ, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, শতভাগ স্কুল ড্রেস পরিধান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এতে অভিভাবকগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা সমাধানে সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সভায় সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা বিস্তরণ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ২৩, ২৫, ২৬ ও ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ৫টি স্কুলে এবং ২৪ ও ২৭ এপ্রিল আমিরপুর ইউনিয়নে ৩টি স্কুলে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় স্লিপ (SLIP) ও সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্লিপ এবং সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারেন। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি এখন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে তারা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মতবিনিময় সভায় শিক্ষার উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে সাহস ইউনিয়নে এবং ২৩ এপ্রিল শরাফপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। এসব সমস্যা সমাধানে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। তারা বলেন, আমরা সকলে যদি বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো আমাদের নিজেদের সমস্যা মনে করি তাহলে এ সকল সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধের উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ৯, ১২ ও ১৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মা সমাবেশে শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা ঝরে পড়া রোধ, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অভিভাবকরা নিয়মিত শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নিবেন এবং ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন স্কুলে আসছে কিনা সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন বলে প্রত্যাশা করেন। শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বনশ্রী ভান্ডারী

(পৃষ্ঠা ৪-এর পর)

বেইসলাইন প্রতিবেদন, শরাফপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা

তা ৩০ শতাংশ। ১২টি বিদ্যালয়ে (৪০ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। ৯টি (৩০ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

শরাফপুর ইউনিয়নে ৪,৫৮৩টি খানায় মোট ১৭,১৬০ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঝড়, জলোচ্ছ্বাস) লেগে থাকে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২৮.৬ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসাবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৭.০৪ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় শরাফপুর ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ২,২১৬ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী, ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে শরাফপুর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে, জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ কার্যক্রমে মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর মূল প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদের যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ;
- শিশু ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সে কারণে তাদেরকে এই কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা দরকার। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের এসএমসিতে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

দিনের বেশির ভাগ সময় শিশু বাড়িতে কাটায়। অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- অভিভাবকদের শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জনপ্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নে 'ওয়াচ গ্রুপ' এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সেই বিষয়ে ইউনিয়ন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া অতি দরিদ্র শিশুর অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএমসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ'সহ উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবারকরণে ।

শিক্ষক

শিক্ষকরা হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিতভাবে অভিভাবক সমাবেশ ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মির্জা কামরুন নাহার

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর সমন্বয় সভা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা ১৭-১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ৮টি সহযোগী সংস্থা ও অভিযানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার শুভ সূচনা করেন। এ সভায় সহযোগী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় দিকসমূহ তুলে ধরা হয়।

অর্জনসমূহ

- সকল বিদ্যালয়ে শিশু জরিপ ও শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ হয়েছে;
- স্কুলে শিক্ষার্থী সমাবেশ নিয়মিত হয়;
- মা সমাবেশ নিয়মিত হয় এবং অভিভাবকরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন;
- বিদ্যালয়সমূহে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে;
- শ্রেণিকক্ষে পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ উপস্থাপন ও দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে;
- নিয়মিত হোম ভিজিট ও ঝরে পড়া রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে;
- কমিউনিটির উদ্যোগে বেশ কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে;
- কমিউনিটি ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সহায়তায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান ফটক নির্মাণ করা হয়েছে;
- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এবং এসএমসি'র উদ্যোগে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আওতার বিদ্যালয়সমূহে ৩০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে;
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণির জন্য কমিউনিটি কর্তৃক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;
- ওয়াচ গ্রুপ এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ডিজিটাল ফেস্টুনে মুদ্রিত করে সরবরাহ করা হয়েছে;
- কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইউপি-এর পক্ষ থেকে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে;
- সহযোগী সংগঠন ও ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে এডভোকেসি ও লবিং-এর ফলে ইউনিয়ন শিক্ষাখাতের বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ডিজিটাল ফেস্টুনের মাধ্যমে সকলের ব্যবহার উপযোগী করে প্রদান করা হয়েছে;
- ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিসর অনেক বেশি হওয়ায় একজন কর্মীর পক্ষে অনেক সময় কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ন্যূনতম যাতায়াত ভাতা না থাকার কারণে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- পিইডিপি ৩-এর অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা এখনো সকল বিদ্যালয়ে পৌঁছেনি বিধায় এ সম্পর্কে জনগণ ও এসএমসি'র স্পষ্ট ধারণা নেই।
- এসএমসি'র গঠন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা।
- এফতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় না থাকায় ঝরে পড়ার হার বেশি।
- সকল বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়ায় ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতার অভাব রয়েছে।

পরিকল্পনা ও সুপারিশ

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জনবল বৃদ্ধি ও কর্মএলাকার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোতে এই কর্মসূচির সম্প্রসারণ প্রয়োজন।
- দেশের অভ্যন্তরের পাশাপাশি বিদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বছরের শুরুতেই সকল প্রকার কার্যক্রমের বাজেট ও প্ল্যান প্রদান করা।
- শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশনে যাতায়াত ভাতা থাকা প্রয়োজন।
- শিশুশ্রেণির শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন দেওয়া প্রয়োজন।
- তথ্যপ্রযুক্তি ও সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- স্টুডেন্টস কাউন্সিল সক্রিয় করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- এসএমসি ও পিটিএ'র সদস্যদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া।
- প্রত্যেক কর্ম এলাকায় বছরে একবার সকল ওয়াচ সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা।
- ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিবন্ধী শিশুদের তালিকা তৈরি এবং তাদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া।
- মা সমাবেশে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

এরপর অভিযানের মনিটরিং রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। এতে গত তিন মাসের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্রের পাশাপাশি কর্মসূচি বাস্তবায়নে 'ভ্যালু ফর মানি' ও 'আরবিএম' ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মসূচির গতিশীলতা বৃদ্ধি ও কার্যকর এমআইএস ব্যবস্থাপনায় মোবাইল অ্যাপস-এর ব্যবহার কৌশল, প্রকল্পের রিপোর্টিং টেমপ্লেট ও সামাজিক নিরীক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশল আলোচনা হয়।

সমন্বয় সভার দ্বিতীয় দিনে অভিযানের সকল বিভাগের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও উপস্থাপন করা হয়। অভিযানের ম্যানেজমেন্ট ইউনিট থেকে 'ডিউ-ডেলিজেন্স' বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সমন্বয় সভার সমাপনী পর্বে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের বড় সম্পদ হলো তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা। নিয়মিত ভ্যাট ও আয়কর জমা দেওয়ার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে তিনি প্রত্যেককে সরকারি প্রবিধান অনুযায়ী তা প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি নিরীক্ষণ বিভাগের চিহ্নিত করা বিবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করে তা নিরসনেরও আহ্বান জানান।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরীর হাতে তুলে দেন

এরপর প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সমন্বয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আশিক ইকবাল

গণসাক্ষরতা অভিযানের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব

গণসাক্ষরতা অভিযানের পঁচিশ বছর পূর্তি হয়েছে। এ উপলক্ষে ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিনব্যাপী পালিত হয় পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব। সকালে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বেলুন উড়িয়ে এ উৎসব উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে 'শিক্ষা ও উন্নয়ন মেলা'র আয়োজন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, সাবেক শিক্ষা সচিব এন. আই. খান, সাবেক সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন কাজী রফিকুল আলম, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী এ মেলা উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অভিযানের কাউন্সিল ও এফিলিয়েট সদস্য, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা। এরপর অতিথিরা স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলায় সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা মিলে ৩১টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এ সংস্থাগুলো মৌলিক শিক্ষা, সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আয়বৃদ্ধিমূলক উপকরণ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন সংস্থা নিজ নিজ শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত খেলনা, হাতে তৈরি উপকরণও প্রদর্শন করে এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত লিফলেট, বই, পত্রিকা দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করে। গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক উন্নয়নকৃত বিভিন্ন উপকরণও মেলায় প্রদর্শিত হয়।

মেলায় দুটি পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্বে মেলা উদ্বোধনের সময় বাউল দল গণসাক্ষরতা অভিযানকে নিয়ে রচিত বাউল গান পরিবেশন করেন। এরপর মেলা চলাকালে গারো তরুণীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছাড়াও এনজিও কর্মী, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ প্রায় এক হাজার মানুষ মেলা পরিদর্শন করেন।

একই দিন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কার্নিভাল হলে আয়োজিত হয় তরুণ শিক্ষার্থী সম্মেলন। এ সম্মেলনে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীরা মতবিনিময় করেন। তারা অতিথিদের কাছে শিক্ষায় সমতা, শিক্ষার মান, শিক্ষায় বৈষম্য, চাকরি-বাকরিতে বৈষম্য, শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা বাল্যবিবাহ, সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির শিক্ষা, টিভি চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান ইত্যাদি বিষয়েও নানা প্রশ্ন তুলে ধরেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন বিশিষ্টজনরা। এ সম্মেলনে প্রায় সাড়ে চারশ' শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন খালিদ ও অতিরিক্ত সচিব এ. এস. মাহমুদ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী ফারজানা চৌধূরী, এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী এম. এ. মুহিত, অভিনেতা জাহিদ হাসান, সংগীতশিল্পী নকীব খান ও হায়দার হোসেন, জাগো ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান করভী রাখসান্দ প্রমুখ। মডেল ও অভিনেতা মনির খান শিমুল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

বিকালে অনুষ্ঠিত হয় গণসাক্ষরতা অভিযানের ঊনবিংশতম বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন অভিযান কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন কাজী রফিকুল আলম। সারা দেশ থেকে মোট ১৩৮ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিল অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তির আবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন। এ সভা শেষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোঃ শাহ্ আলম

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org